Inaugural Speech at AGM 2016 of BIIT

By Shah Abdul Hannan

উপস্থিত ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম!

আমার যে বয়স ও যে শরীর আপনাদেরকে আগামী AGM এ আমি আবার পাব কি না জানি না। আপনারা একটু পরেই দেখবেন Annual Report 2016। আমরা যতটুকু সম্ভব করার চেষ্টা করেছি। পরিস্থিতির কারণে অনেক কিছু করা সম্ভব হয়নি। আমরা যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থ পেয়ে থাকি সে প্রতিষ্ঠান আমাদের ১ বছর অর্থ ছাড় দেয়নি। পরবর্তিতে এক দয়ালু ভদ্রলোক আসলেন From Non-Muslim Community. তিনি ব্যবস্থা করে দিলেন।

এখন আমি আপনাদের বলবো আমরা ভবিষ্যতে যেভাবে কাজ করবো। ইসলাম সবদিক থেকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। প্রথমত: যে চ্যালেঞ্জ আসতেছে ওয়েষ্ট থেকে বা ওয়েষ্ট এর একটা অংশ থেকে আসতেছে। দ্বিতীয়ত: আমাদের দুই প্রতিবেশী থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের ডানে ও বামে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সমস্যা হচ্ছে। তারা ইসলামকে বড় দুশমন মনে করে। তারা মনে করে ইসলাম আর কিছু নয়, এরা একটি নতুন সভ্যতা গড়তে চায়। ওয়েষ্টরা নিজেরাও বলে Communism-এর পতনের পরে ইসলাম তাদের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ। Secularist-দেরও একই কথা। তারা মনে করে ধর্মকে বাদ দিতে হবে From Education এবং State Affairs. এটা ইসলামের পুরোপুরি বিপরীত। ইসলাম বলে এবং সবাই জানে সেকুলারিজম বাতিল। কারণ রাসূল (সা:) নিজেই ইসলামি রাষ্ট্র করেছিলেন এবং সে রাষ্ট্রের সংবিধান মদিনা সনদ শুরু হয়েছিলো বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম দ্বারা। সেখানে বলা হয়েছিল সিদ্ধান্ত কে দিবেন, যেখানে বিরোধ হবে সেখানে সমাধান *আল্লাহ* এবং *আল্লাহ*'র রাসূল (সা:) দিবেন। এটা মদিনা সনদে আছে। ওয়েষ্টও স্বাকার করে এটা দুনিয়ার প্রথম লিখিত ও নৈতিক সংবিধান। Morality ভিত্তিক Constitution। অনেক বেশি ইসলাম বিরোধী প্রপাগান্ডা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে উত্তরটা কি হবে, আমাদের কি করতে হবে:

১. কিছু Competent Scholar তৈরি হতে হবে। সারা দুনিয়াতে, প্রত্যেক Community-তে, প্রত্যেক জাতিতে ১০/২০/৪০জন Scholar তৈরি করতে হবে। সেজন্য তাদেরকে ১০০/২০০ গুরুত্বপূর্ণ বই পড়তে হবে। Most important-গুলো। West-কে Face করার একমাত্র পদ্ধতি অস্ত্র নয়, Violence নয়, So Called জিহাদ নয়, Terrorism নয়, তাদের face করতে হবে একমাত্র জ্ঞান দ্বারা। জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইসলামই হক্ব, একেবারে Truth। এটা আমাদের ইমান ও বাস্তব সত্য। ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী বলেছেন তার বই *আত-তাওহীদে*, যাকে আমরা Science বলি। এ Science হতো না যদি *আল্লাহপাক* না থাকতেন। *আল্লাহপাক* আছেন বলেই Rule দিয়েছেন। একই নিয়মে ঘটে বলে পানি সব সময় নিচের দিকে যায়। একই নিয়মে ঘটে বলে Science আবিস্কার হয়েছে। যদি নিচের দিকে না যেত, একবার ডানে

একবার বামে, একবার দক্ষিণে একবার উত্তরে যেতো তাহলে Rule খুজে বের করা যেত না। তিনি তার ভাষায় বলেছেন, Allah is not the enemy of Science, Allah is the condition of Science. *আল্লাহু* আকবর। এ সব Scholar-দের কেই দাওয়াতের কাজ করতে হবে।

২. More Effective Literature. খালি Literature হলে হবে না, বেশির ভাগ Literature খুব Favorable না। কিন্তু দুনিয়াকে বদলাবার Literature কিন্তু সব কিছু না। আপনারা যারা Scholar তারা ১০/২০/৩০টা বই লিখেন ঠিক আছে, কিন্তু ১/২টা High Level-এর বই লেখার চেষ্টা করবেন।

৩. তারপর Distribution of Literature: শুধু বই প্রকাশ করলে লাভ হবে না যদি এর ব্যাপক প্রচার না হয়। সেটা করার ব্যবস্থা করতে হবে Individually, সাংগঠনিকভাবে, BIIT-কে তার জায়গায় করতে হবে।

৪. আমি BIIT Executive Director-কে উদ্দেশ্য করে বলি কিছু বই হচ্ছে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো অন্ত Concerned লোকদের পৌছানো। এক্ষেত্রে উদাহরণ *তাওহিদ ও বিজ্ঞান* বইটি। এই বইটি পড়ে আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। আমার ধারণা ছিলো না ইসলামি বিজ্ঞান বলে কিছু আছে। লেখক ১০০ পার্সেন্ট প্রমাণ করে দিয়েছেন ইসলামি বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞান এক না। ইসলামের সময় বিজ্ঞান এর অগ্রগতি হয়। এরপরে ইউরোপে বিজ্ঞান আরো ৫/৭শ বছর পরে হয়েছে। ইসলামের বিজ্ঞান Rule করে ৫/৭শ বছর। লেখক বলেছেন, এর Rule হচ্ছে তাওহাদ। তিনি ইমাম গাজ্জালীকে ব্যবহার করেছেন। ইমাম গাজ্জালীর বইটি এত গুরুত্বপূর্ণ তা আমি জানতাম না। বইটির নাম 'আল মোনাক্কেস মিনাদ দালাল'। এর অর্থ 'পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি প্রাপ্তি'। এটা আপনারা পড়বেন।

তারপর বলেছি Preparing Literature for Common People Also. এটা হচ্ছে কি না আমি জানি না। Common People-এর জন্য Quality Literary হওয়া দরকার। ভাষা সহজ হবে কিন্তু বক্তব্য সঠিক হবে।

CD Movement করতে হবে। সারা সমাজকে যদি ইসলামের দিকে আনতে হয়, তাহলে শুধু এত দামি বই বিক্রি করা যাবে না। ইসলামি গানের CD ২০/৩০ টাকা যা কিনে বিলি করতে হবে। মতিউর রহমান মল্লিক-এর CD বিক্রি করা যেতে পারে। আমরা BIITও এরকম CD করার ব্যাপারে কিছু চিন্তা করছি ইনশাআল্লাহ এবং এগুলো বিলি করতে হবে। আমাদের Extremist-দের বিরুদ্ধে/Terrorist-দের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে। এরা ইসলামের ভয়াবহ ক্ষতি করছে। গত ১০০/২০০ বছরে এরকম ক্ষতি কেউ করে নাই। যা করছে এই Terrorist-রা। এদেরকে জঙ্গি বলা ঠিক হবে না। এদের জঙ্গি বলা হয় ইসলামকে বদনাম করার জন্য। এরা সন্ত্রাসী।

৫. তারপর ইন্টারনেটের ব্যবহার নানাভাবে হবে। এগুলো জায়েজ কি না। এক সময় প্রশ্ন ছিলো জায়েজ কি না। ইউসুফ আল কারযাভি উত্তরে বলেছেন: এগুলো হলো ওয়াসায়েল অর্থাৎ সম্পদ। Asset মানে সম্পদ

হিসেবে এগুলোর ব্যবহার করব, Best Possible Way-তে। এর যে অপব্যবহার এ সম্পর্কে আমরা চেষ্টা করবো লিখতে এবং আপনারা যে পারেন লিখবেন। যাদেরকে Influence করার তা করবেন। যা Practical তা করবেন। আমার কথা শেষ করি এভাবে যে, আমি সবাইকে বলছি To Give More Time to Islam। আপনাদের ইসলামের কাজে More Time দিতে বলছি। আমার মনে আছে ২০ বছর আগে লন্ডনে বলেছি ব্যবসায়াদের কাছে, ব্যবসায়ারা আমাকে বলেছিলো আমরাতো সময় পাই না। আমি বলেছিলাম আপনারা ব্যবসায় ১০ঘন্টার বেশি সময় দিবেন না। সেখানে আমি প্রধান অতিথি ছিলাম। কাজ Delegate করেন, Delegate করেন, Delegate করেন। নিজে সব সিদ্ধান্ত নিবেন না। আমার ত্রুটির জন্য আমি ক্ষমা চাচ্ছি। আমি চেয়ারম্যান ছিলাম, আমার দায়িত্ব পালন করতে পারি নাই। শরীর স্বাস্থ্য ভালো ছিলো না। আব্দুল আজিজ সাহেবই করেছে সব এবং আপনারা করেছেন। এই বলে আমি আমার কথা এখানে শেষ করলাম।

Ending Speech at AGM 2016 of BIIT

By Shah Abdul Hannan

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আমি এ মুহুর্তে দুটি কথা বলি যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি দুটি লেখা দিয়েছি তার মধ্যে একটি হচ্ছে ইসলামের তাওহীদের বিস্তারিত সার্বিকরূপ। এটি ইসমাইল রাজী আল ফারুকার Outstanding। এই বইটির লেখককে বলা হয় গত ১০০ বছরে ১০ লেখকের ১ জন ইসলামিষ্ট। আর এই বইটিকে বলা যায় গত ১০০ বছরের ১০০ বই এর মধ্যে ১টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই। এটি আপনাদের Slowly আমি দ'বার পড়তে অনুরোধ করছি একটি কারণে। তা হলে এই বিরাট বইটি Absorbed হয়ে যাবে। আমি শুধু দুই তিনটা চ্যাপ্টার ব্যাখ্যা করছি। যেমন ধরেন:

৪র্থ অধ্যায়ে তিনি জ্ঞানের মূল সূত্র তুলে ধরেছেন। ইমান শব্দটি এসেছে আলিফ মীম নুন থেকে এবং এর অর্থ সাধারণ বিশ্বাস নয়, সুদৃঢ় বিশ্বাস বা Conviction তিনি বলেছেন। ইসলামের বিশ্বাসের সঙ্গে সত্যিকার অর্থে যুক্তির কোনো বিরোধ নেই। বিরোধ মনে হলে বারবার বুঝতে চেষ্টা করতে হবে যে, আমি কি ওয়াহী সঠিকভাবে বুঝেছি, আমি কি যুক্তি ভাল করে বুঝেছি বা ব্যবহার করেছি ? তা সত্যিই কি যুক্তি সঙ্গত, তাহলে এসব বিরোধ থাকবে না।

৫ম অধ্যায়ে তিনি বলেছেন: কোনো কোনো ধর্ম সৃষ্টিকে দুর্ঘটনা মনে করে। সবকিছু দুর্ঘটনাক্রমে হয়ে গেছে, হিন্দুধর্ম তাই মনে করে। তারা মনে করে যে জগৎ থেকে পরিত্রান পাওয়াই আসল লক্ষ্য হবে। কিন্তু ইসলামের প্রকৃতি হচ্ছে সৃষ্টি এবং উদ্দেশ্যময়। সবকিছুর উদ্দেশ্য আছে। *আল্লাহপাক* যে আইন দিয়েছেন তার ফলে যা ঘটে তা একইভাবে ঘটে আমি বলেছিলাম। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ঘটে না। ফলে সৃষ্টির পেছনে যেসব নিয়ম আছে একইভাবে ঘটে বলে বিজ্ঞানারা তা বের করতে পেরেছেন। ইসলাম বিজ্ঞানের শত্রু নয় বরং *আল্লাহ* প্রাকৃতিক আইন দিয়েছে বলেই বিজ্ঞান সৃষ্টি হয়েছে। Allah is the Condition of Science।

৬ষ্ঠ অধ্যায়ে তিনি নৈতিকতার ভিত্তি ও মূলনীতি আলোচনা করেছেন। Morality'র মূলনীতি কি? যা প্রাকৃতিক আইনে হয় তাতে কোনো নৈতিকতা নাই। যেসব ক্ষেত্রে কাজের স্বাধীনতা রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে কাজের মাধ্যমে মানুষের নৈতিকতা বিবেচিত হয়। মানুষ জন্মগত পাপী নয়, যেমন কোনো কোনো ধর্ম বলে। ইসলাম সার্বজনীন, এখানে গোত্রবাদ ও দেশ পূজা নাই। শুধু বুঝাবার জন্য ২/৩টা চ্যাপ্টারের Summary বলছি। ৩০০ পৃষ্ঠার Summary করেছি দু'পাতায়।

আরেকটা বিষয় আমি আপনাদের বলছি আমার ৫০ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং বর্তমান দুনিয়ার অভিজ্ঞতার আলোকে যে, রাসূল (সা:) এর জীবনী আমাদের পড়তে হবে। কিশোর বয়সে পড়তে হবে। তা যদি পড়তে হয়, আমি মনে করি Govt. Sector এ কবে হবে তা আমি জানি না তবে Private Sector এ বাবা মাকে দায়িত্ব নিতে হবে। গার্ডিয়ানকে দায়িত্ব নিতে হবে এবং সুবিধার জন্য আমি বলেছি বাবা মা একটি বড় বই পড়ে নিবেন, তা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ১০টি পর্বে এটি পড়ে নিবেন। এই ১০টি পর্বের প্রত্যেকটি পর্বে কি হবে তা বলে দিয়েছি এবং আমি একটি

Movement-কে Request করেছি। সেই Movement এ যারা ছাত্র আছেন তাদেরকে Request করেছি সেটাকে প্রোগ্রাম হিসেবে নেওয়ার জন্য আর আমি Request করতেছি আপনাদেরকে এটাকে প্রোগ্রাম হিসেবে নেওয়ার জন্য।

এবার আমি বলব বাকী কথা। বাকী কথা হচ্ছে এই, সাদি বলেছেন এত লোক নামাজ পড়ছেন, রোজা রাখছেন তবু এত লোক খারাপ কেন? এই সব প্রশ্ন উঠেছে। সাদি বলেছেন *মোয়ামেলাতের* উপর জোর দেয়া হচ্ছে না। আমি বলছি অন্যভাবে। এর একটি কারণ হতে পারে নামাজ রোজার উপর যে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে আখলাকের উপর সেরূপ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। মানুষকে নৈতিক আচরণ করতে হবে, Morality, ব্যবহার, ভাল ব্যবহার করতে হবে। দুনিয়াতে ভালভাবে চলতে হবে। Moral Values যাকে বলে। কুরআনে অন্তত ২০০টি আয়াতে Moral Values-এর কথা বলা হয়েছে। যেমন আজকে আয়াত যখন পড়ছিলাম (সূরা ইমরানের ১৩৬ নং আয়াত) তখন বলতেছিলাম 'কাজেমিনাল গাইজা' (রাগ কম করা) এটি একটি Moral Values, '*আফিনান্নাস*' (মানুষকে ক্ষমা করা) এটি একটি Moral Value। এরকম শত শত Moral Value আছে। 'লাইসাল জাকারুকাল উনশা' এটি Moral Value যে নারীকে ছোট করা যাবে না, তুলনা করা হয়েছে নারী বেশি ভাল বলে। এটি সুরা ইমরানের ৩৬নং আয়াতের অংশ।

সমাজে এত লোক কি খারাপ হতে পারে? হতে পারে আমদের Understanding ঠিক না। আমার অভিজ্ঞতার আলোকে আমি গোটা সমাজ সম্পের্কে চিন্া করে দেখেছি যে যারা বন দখল করে, নদী দখল করে, এরকম আরো কিছু দখল করে যাদের সংখ্যা খুব বেশি হলে ১/২ লাখ হবে। তারপর Businessman, যারা খুব বেশি Corruption করে, টাকা বানায় (সাধারণ ব্যবসায়ী/দোকানদাররা/হকাররা নয়) ওদের সংখ্যা ১ লক্ষ হতে পারে। তবে এত বড় ব্যবসায়ীর সংখ্যা ১ লক্ষ নাই, তবু বলছি। তারপর বলেছি যারা ঘুস খায়, সরকারি কর্মচারীরা ঘুস খায় তাদের সংখ্যা ৮/৯ লাখ, এদের মধ্যে খুব বেশি হলে ৫/৬ লাখ ঘুস খায়। এদের মধ্যে অনেকেই ঘুস খাওয়ার সুযোগ নেই। চাকুরি আছে কিন্তু খাওয়ার সুযোগ নাই। তারপর টাউট বাটপার যেটা গ্রামাঞ্চলে, যদি একেক গ্রামে ১/২ জন করে ধরি তাহলে সর্বোচ্চ ২ লাখ। সব মিলে ১০ লাখ। বলা হয় গোটা জাতিতে মদে ভরে গেছে। কিন্তু গুণে দেখেন আমার গ্রামে মদ খায় না, আমার পাড়ায় একটি লোকও মদ খায় না। এই Over Statement ভাল না। এটা ইসলামের জন্য ভাল না। কিন্তু সাধারণ মানুষকে আমি দেখতে পাচ্ছি বিশেষ করে নারীদের দেখতে পাচ্ছি তারা ভাল। এমন কোনো মানুষ নাই যার ছোট খাটো ত্রুটি থাকে না। সুতরাং এই ছোট খাটো ভুল বাদ দিলে সাধারণ মানুষ ভাল। যেমন সরকারি চাকুরিতে আমি দেখেছি নারীরা ঘুস খায় না, ছেলেরা বেশি খায় তবে আল্লাহ তায়ালা ভাল জানেন। একথা বলেই এই হিসাবটা কতটা ঠিক তা আমি মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেবকে বলতে অনুরোধ করব। সবাই আমার ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দিবেন। নতুন সভাপতিকে অনুরোধ করছি আপনার বক্তব্য দিয়ে এই সভা শেষ করুন এবং কমিটিতে যারা আসছে তাদের সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিবেন। আমার দায়িত্ব শেষ।